K. N. No. 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৩৫৭
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিস্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ২৯শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
১৪ই মার্চ্চ, ১৯৭৯ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

সাগরদীঘির সংরক্ষিত জঙ্গল ধ্বংসে জঙ্গলের রাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির সরকারী সংরক্ষিত জঙ্গল ধ্বংস অভিযান অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ ও বন দপ্তরের যৌথ ব্যর্থতায় এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত এখানে কায়েম করেছে জঙ্গলের রাজত্ব। ধরা পড়েও দুর্বৃত্তরা শাস্তি পায়নি। চুরির দায়ে যাদের ফাটকে থাকার কথা বন দপ্তরের কর্তাদের বদান্যতায় নামমাত্র জরিমানার বিনিময়ে তাদের রেহাই মিলেছে বহুবার। বনরক্ষার নামে সরকারের টাকার নয়-ছয় হয়েছে বিস্তর। কাজ হয়নি কিছুই। তিরিশ বছর ধরে বহু মেহনত করে যা সংরক্ষিত হয়েছিল সার্বজনীন স্বার্থে, গত এক দশকের জামনায় তার খতম হয়েছে অনেক কিছুই। দেখার কেউ নেই, বলার কেউ নেই। সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীদের মতে, বনরক্ষায় বন দপ্তরের আচরণ জঘন্য।

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে ৫০ সালে সাগরদীঘির মনিগ্রাম, বরগড়া, চাঁদপাড়া, বংশিয়ায় ২৯৭ একর জায়গা জুড়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে রচিত হয় বনাঞ্চল। অর্জুন, মিজুরী, সেগুন প্রভৃতি গাছ দিয়ে বন সাজানো হয়। বছরের পর বছর ধরে গাছগুলো ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। আশপাশ এলাকায় কাঠের চাহিদা দেখা দিয়েছে। সক্রিয় হয়েছে এক দুষ্টচক্র। রাতের আঁধারে, দিনের আলোতে চোরা পথে বনের বড় বড় গাছ পাচার হয়েছে তাদের মারফৎ। জলের দামে বিকিয়ে দু' হাতে পয়সা লুটেছে তারা। অত ঘন জঙ্গলে প্রথমটায় এ ঘটনা নজরে পড়েনি কারও। নজরে যখন এল তখন প্রায় সব শেষ। বনের প্রহরী শচীন ঘোষ বললেন—চোরেরা নাকি সবাই চেনা।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কালগর্ভের অন্ধকার হতে প্রাপ্ত
জগৎশেঠের ঐতিহাসিক নিদর্শন

বহরমপুর, ৭ মার্চ—আজিমগঞ্জ ও জাফরাগঞ্জের মাঝামাঝি নশীপুরের নিকটে ভাগীরথীর কণ্ঠলগ্ন মহিমাপুরে অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর তদানীন্তন বঙ্গদেশের বিখ্যাত ধনকুবের জগৎশেঠের বহু স্মৃতিবিজড়িত রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের অনুসন্ধান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক চালানো হয়েছিল। কার্য্যারম্ভের অল্পকাল মধ্যে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মন্দির দেখতে পাওয়া গিয়েছে। মন্দির গাত্রের কালো ও মার্বেল পাথরের উপর অপূর্ব্ব কারুকার্য্য অতীত দিনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নিদর্শন বলে মনে করা হচ্ছে। ঐ স্থানে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ হতে তৎকালীন বঙ্গদেশের রাজনৈতিক কেন্দ্রপাদ মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত শেঠদের পরিচালিত ব্যাঙ্ক এবং টাকশাল সম্পর্কে গবেষণা বিষয়ক অনেক মুল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে বলে অনুসন্ধিৎসু মহলের গভীর বিশ্বাস।

বিড়ির ডিউটির জন্য রাজস্বের ক্ষতি হবে

ধুলিয়ান, ১৪ মার্চ—১৯৭৯-৮০ সালের বাজেটে প্রতি হাজার বিড়ির উপর ৩.৬০ টাকা হারে ডিউটি বসায় উৎপাদন কমে গিয়ে মোট রাজস্বের ক্ষতি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ধুলিয়ান-অরঙ্গাবাদ বিড়ি টোবাকো মার্চেনটস বেনিফিট সোসাইটির সম্পাদক রুস্তম বিশ্বাস এক সাক্ষাৎকারে এই আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার বছরে ৬০ লক্ষ বিড়ির উপর থেকে কর রেহাই দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাও বিড়ি শিল্পের সমূহ ক্ষতি করবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে বিভিন্ন সূত্র থেকে কারখানার মাল বেরিয়ে গিয়ে বিনা নিয়ন্ত্রণে বাজারে বিক্রী হবে। ফলে যাদের ব্রাণ্ড আছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাজেটে প্রস্তাবিত ডিউটি তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে কলকাতা বিড়ি তামাক ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে উপ-প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং-এর কাছে তারবার্তা পাঠানো হয়েছে বলেও তিনি জানান।

জঙ্গিপুরে ভাগীরথীর উপর সেতু নির্মাণ

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর জবাবে জঙ্গিপুর লোকসভা সদস্য শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যালকে জানিয়েছেন—ভাগীরথীর উপর জঙ্গিপুরে যাতে সেতু নির্মাণ হয় তার জন্য পূর্তমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী বিশেষ আগ্রহী। অবশ্য এ বিষয়ে সেচ বিভাগের সম্মতি প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসু আরও

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ মার্চ—গতকাল ২নং জে, এল, আর, ও অফিসের তহশীলদার উমেশচন্দ্র দাস ও করণিক তোজাম্মেল সেখ উক্ত অফিসের রিসিভারে রাখা রঘুনাথগঞ্জ থানার নাড়ুখাকির চরে জমি দেখতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পদ্মার ঘাটের কাছে রক্তের দাগ এবং বালির চরের উপর টেনে নিয়ে যাওয়া অবস্থায় মানুষের দেহের চিহ্ন উদ্ধার করে। এখন পর্যন্ত দু'জনই নিখোঁজ।

বিশেষ সম্পাদকীয় :
। হোলিপর্ব ।

আজ হোলি। হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বণের অন্যতম উৎসব। গতকল্য দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

দোল—রং ও আবীরের উৎসব। শিমুল-পলাশের রক্তপুষ্পে রক্তিম দিগন্ত বাসন্তী প্রকৃতিকে অপূর্ব শোভাময়ী করিয়া তোলে। গাছে গাছে কিশলয়, প্রাণ-সজীবতার বার্তা বহে। সবুজ-নবীনের আহ্বানে মুখর চারিদিক। এই যে প্রাণের সাড়া, যৌবনের উচ্ছলতা, দোল-হোলির পবিত্র অনুষ্ঠান তাহাকে মহনীয় করিয়া দেয়। সকলের রংএ রং মিশানর পালা। এই রং আনন্দ। 'আনন্দৈব কেবলম্'।

দোলে বাহিক অনুষ্ঠের বস্তু আবীর ও গুলাল। রং-আবীর একে অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করে। জ্ঞাপন করে 'হোরি হায়'। ইহারই সঙ্গে অন্তরের আনন্দ-উল্লাসের বিনিময়। প্রতীকী আবীর-গুলাল-এর উপলক্ষ্যতার অন্তরালে আছে প্রাণ-সজীবতা ও আনন্দ দেওয়া-নেওয়ার পবিত্র এক আয়োজন। আমার আনন্দের অংশ তোমাকে দিতেছি, তোমার আনন্দের অংশ আমি লইতেছি। জাগতিক জীবনের ব্যথা, বেদনা, দুঃখ প্রভৃতি আজিকার দিনে বিস্মৃত হইতে চাহি। পরম এক আনন্দলোকে আজ 'সবারে করি আহ্বান'। বসন্তের এই মহোৎসব প্রেম-প্রীতি-আনন্দের।

সুদূর অতীতে বৃন্দাবনের পথে পথে আবীর-গুলালের ছড়াছড়ি হইয়াছিল, ধূলিধূসরতা রাগরঞ্জিত হইয়াছিল। প্রাণের উচ্ছল আনন্দ উৎসারিত হইয়া সকলকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল এই আনন্দের জোয়ারে সামিল হইতে। তাহারই ঐতিহ্যসূত্রে আজ দোলপর্বের মার্জিত, সুরুচিপূর্ণ ও

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮৫।

আওয়ল ঋতুরাজ

শীতের তীব্রতা যখন ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া আসে, রুক্ষতার অবসান সূচিত হয় প্রকৃতির অঙ্গনে, সহকার শাখায় বসিয়া যখন পিকরাজ সুরের ঝঙ্কারে তোলে নূতন দিনের সুর লহরী— তখনই বুঝিতে বিলম্ব হয় না— আসি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। কিংশুক পলাশে তাহার রক্তিম আলিম্পন। কবি কণ্ঠেও ধ্বনিত তাহার আগমনী গান— 'মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ। মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ।' দক্ষিণের দুয়ার খুলিয়া যায়— মলয় পর্ব্বত হইতে বাহিত হয় মৃদু মলয়ানিল। ফাল্গুনের আকাশ আর আঙিনা অনুরঞ্জিত হয় বসন্তের বাসন্তী রঙে। রঙে রঙে রঙিন হয় আকাশ, রঙিন হয় ধরণীতল। তারপর আসে ষোলকলা প্রকাশ করিয়া বাসন্তী পূর্ণিমা। আকাশে, বাতাসে মর্ত্ত্যের সকল মধু মাসের মাধবী রূপের বৈভব। পত্র মর্ম্মরে, অশোকে পলাশে তাহার উচ্ছলিত রূপের পসরা।

বঙ্গযুগের ওপার হইতে এমনি সময়ে আসে গৌরাঙ্গ সুন্দরের পবিত্র আবির্ভাবের পুণ্য লগ্ন। সেই সঙ্গে আসে আবির কুমকুম লইয়া দোলের রঙখেলা উৎসব। বসন্ত তাই উৎসবের ঋতু, আনন্দের ঋতু, রঙের ঋতু। দিকে দিকে তাহার রঙের আলিম্পন, বনে উপবনে তাহার রঙের বাহার।

ঋতু চক্রের আবর্ত্তন ঘটে এমনি ভাবে বার বার। শীতের রুক্ষ রূপের অবসান ঘটাইয়া আসে প্রতিবার ঋতুরাজ বসন্ত। তাই উত্তরে হাওয়ায় আমলকী বন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। বক্ষদেশ করিতে থাকে দুরু দুরু। তাহার পর প্রকৃতির আঙিনায় আরম্ভ হয় পাতা খসানোর কাজ। বৃদ্ধ ঋতুর জড়তার অবসান হইয়া আসে। নূতনকে স্থান করিয়া দিয়া যাইবার ব্যবস্থা পড়িয়া যায় দিকে দিকে। কচি কিশলয়ে দেখা যায় সজীব জীবনের শ্যামল সংকেত। সারা নিসর্গ প্রকৃতি বর্ণাঢ্য রঙের বর্ণালীতে ভরিয়া উঠে অঙ্কুরিত। জীবনের কোষে কোষে সঞ্চারিত হয় প্রাণের দুর্বার শক্তি। হৃদয়ের পরতে পরতে সঞ্চিত হয় মধুরস। কারণ— আওয়ল ঋতুরাজ। মনে বনে সর্ব্বত্রই তাহার বাজনার অভিব্যক্তি।

সংরক্ষিত জঙ্গলে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ধরাও পড়েছে বহুবার। পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। বহরমপুরে ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসের কর্তা হাবেনবাবুকেও জানানো হয়েছে সব। তিনি একটু কড়া হাতে হাল ধরলে অবস্থাটা ফেরানো যেত।

শচীনবাবু বললেন এ পর্যন্ত বেশ কিছু দুর্বৃত্তকে তিনি হাতে নাতে ধরেছেন। তারা পরবর্তীকালে রেহাই পেয়ে গেছে সামান্য কিছু টাকা জরিমানা দিয়ে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, জরিমানা আদায়ের নামে নাকি বন দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে দুর্বৃত্তদের রয়েছে অসাধু যোগসাজস।

বনের দীর্ঘ দশ মাইল এলাকা জুড়ে প্রহরী বলতে একজন। দিনে দু'জন অস্থায়ী ওয়াচম্যান শচীনবাবুর সঙ্গে ঘুরছেন। রাত্রে তাও নেই। প্রহরীর কোয়ারটার আছে, তবে নিরাপত্তা নেই। ঘর-সংসার নিয়ে শচীনবাবু তাই আস্তানা গেড়েছেন এক কলোনীতে। দুর্বৃত্তদের সঙ্গে জোরদার মোকাবিলায় অক্ষম তিনি। তাঁর কথায় সম্প্রতি তাঁর ঘরে সংঘটিত ডাকাতির উদ্দেশ্য তাঁর উপর নির্যাতন চালানো। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে বনের পাহারার কাজ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

বন থেকে গাছ চুরি যেমন বেড়েছে ঠিক তেমনি বেড়েছে গরু মোষ দিয়ে চাড়াগাছগুলোকে অঙ্কুরেই নষ্ট করে দেওয়ার প্রবণতা। 'এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত' ছুটোছুটি করে গরু মোষের অত্যাচার বন্ধ করাও সম্ভব হয়নি শচীনবাবুর পক্ষে।

গ্রামবাসীদের একজন অভিযোগ করলেন কিছুদিন আগে বনের প্রহরী ও গ্রামবাসীরা এক দুর্বৃত্তকে কাঠ পাচার করার সময় হাতেনাতে ধরলেন গভীর রাত্রে। পরবর্তীকালে সরকারী ঘরে পাঁচশো টাকা জরিমানা দিয়ে রেহাই পেয়ে গেল সে। অভিযোগ, হাজার টাকা আদায় করে নাকি সরকারী ঘরে পাঁচশো টাকা জরিমানা দেখানো হয়েছে। শুধু একটি বা দুটি নয়—এ রকম অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে গত এক দশকে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরা মনিগ্রামে থাকার সময় প্রায় পঞ্চাশ হাজার গাছ নষ্ট করে গেছে। ক্ষতিপূরণের জন্য ৭৭ ও ৭৮ সালে ৬০ একর জায়গা জুড়ে নতুন চাড়া গাছ লাগানো হয়েছে। কিন্তু তাও রক্ষা করা যাচ্ছে না।

বেশ কয়েক বছর আগে বনরক্ষায় বনের চারপাশে খাদ খনন করে তারকাঁটা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। আজ তাও লোপাট। বনরক্ষায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন বনের মধ্যে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। এ কাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে করা যেতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন করছে কে? গত তিরিশ বছরে যে জিনিস হয়নি, যে দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়েছে ফ্রন্ট সরকার কি পারেন না তা রোধ করতে—এ প্রশ্ন আজ সবার।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মিউনিসিপ্যাল মার্কেট

মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে একটি ভাল বাজারের অভাব জনসাধারণ অনেকদিন থেকে অনুভব করছে। কাজেই পৌর কর্তৃপক্ষ যখন মিউনিসিপ্যাল মার্কেট নির্মাণের চেষ্টা শুরু করেন তখন স্বভাবতঃই সকলে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিল। সরকারী আনুকূল্যে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে প্রশস্ত গৃহে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট নির্মিত হয়েছে এবং জনসাধারণের জন্য তা খুলেও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষের অকর্মণ্যতা, দূরদৃষ্টি ও পরিকল্পনা জ্ঞানের অভাবে পর্বতের মূষিক প্রসব হয়েছে। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ঘরগুলি ফাঁকা পড়ে আছে। বাজারে বিক্রেতা নাই, ফলে তরিতরকারী আনাজপত্র, মাছ মাংস কিছুই আসছে না। ক্রেতারা ইচ্ছা থাকলেও পুরনো বাজারেই যেতে বাধ্য হচ্ছে। যা ঘটে গিয়েছে তা আর ফিরানো যাবে না। কিন্তু বাজার জমানোর জন্য এখনও কিছু করা যায়। আমি সবিনয়ে কয়েকটি কার্যক্রমের উল্লেখ করছি।

১) রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে পৌর কর্তৃপক্ষ একটি জনসভা ডাকুন। সেখানে জনসাধারণ কোন কোন পন্থা অবলম্বন করলে বাজার জমান যাবে সে সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য রাখুন। ২) ঐ জনসভার শেষে পৌর কমিশনারগণ এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ শহরে পদ পরিক্রমা করে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে আসার জন্য সকলকে জনে জনে অনুরোধ করুন। ৩) শিক্ষিত বেকার ছেলে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা ভদ্রতার মিথ্যা অহমিকা ঝেড়ে ফেলে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে ষ্টল সাজিয়ে বসুন। ৪) পৌর কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সধারী মাংস বিক্রেতাদের মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে বসানোর চেষ্টা করুন। ৫) পৌর কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ষ্ট্যাম্পবিহীন মাংস যত্রতত্র বিক্রি হয়। সেটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন। ৬) মাছ বিক্রেতাদের মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে আনার জন্য লাইসেন্স প্রয়োগের কড়াকড়ি করা হোক। ৭) পৌরসভার ফুড ইন্সপেক্টর তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হোন। ৮) বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার উপরে যারা পসরা সাজিয়ে বসছে তাদের সরিয়ে দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হোক। ৯) মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে বিক্রেতা যারা আসবে এক বছরের জন্য তাদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক। ১০) বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে "মিউনিসিপ্যাল মার্কেট" পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হোক। ১১) রঘুনাথগঞ্জের মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ যদি মাসখানেক নিজেরা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে বাজার করতে যান তাহলে ভাল হয়।

শ্রীবরুণ রায়, রঘুনাথগঞ্জ।

দিলদার চুলকানি প্রসঙ্গে

দিলদারের লেখা পড়ে আমিও ঐ 'চুলকানি'তে অর্থাৎ খানদানী ভাষায় 'খুজলী'তে আক্রান্ত। তাই 'ভ্রূকুটী করিয়া মুখ চুলকাইতে বড় সুখ' নিয়েই বলছি 'সাব্বাস দিলদার'—সার্থক তোমার রস-সৃষ্টি। লেখাটিতে নবাবী আমলের কিছু শব্দে যেমন খানদানী, তেমনি বাস্তব সত্যের নিখুঁত পরিবেশনে খাপ খুরৎও হয়েছে। দাদাঠাকুরের অনবদ্য রস সৃষ্টির ছোঁয়ায় দিলদারেরও নিপুণভাবে ব্যঙ্গ রচনার মাধ্যমে নির্লজ্জ সত্যকে তুলে ধরার সার্থক চেষ্টা সফলপ্রায়। এদিকে আমার অবস্থা তো 'ডক্কাপোষ'? চুলকাবো না লিখবো? বার বার পড়েও 'দিলদারী দাওয়াই'তে মোক্ষম দাওয়াই কোথাও পেলাম না। তবে কি ধান্দাবাজদের ছারপোকা মারার ওষুধের পুড়িয়ার 'ধর আর মার' নাকি বিহারী দাওয়াই ধরিয়া পট্ কুন্? সবার আগে 'দমদম দাওয়াই' এর ফর্মুলা পেলেই মনে হয় জ্বালা জুড়ায়। সাধারণ প্রলেপ বা তুকতাকের কর্ম নয়।

অভিক গুহ, রঘুনাথগঞ্জ

'অপারেশন বর্গায়' মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

গ্রামে গ্রামে 'অপারেশন বর্গা'র কাজ চলছে। এই কাজের মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রকৃত বর্গাদারদেরই নাম রেকর্ডে আইনানুগ প্রশাসনিক পদ্ধতিতে নথিবদ্ধ করা হচ্ছে। প্রকৃত বর্গাদারদের নাম নথিবদ্ধ করা হ'লে চাষ ও চাষের জমিসংক্রান্ত বাৎসরিক পৌনঃপুনিক বহু জটিলতা থেকে কৃষক সমাজ রক্ষা পাবেন। প্রকৃত ভূমিসংস্কারের জন্য প্রাথমিক অথচ অতি জরুরী এই কাজ পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-ব্যবস্থাকে স্থায়ী অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে।

চাষের জমিতে বর্গাদার নিয়োগ জমির মালিকরাই করেন। অনেক সময় ইচ্ছামত তাঁরা অবৈধভাবে বর্গাদার উচ্ছেদও করেন। জমির মালিক কর্তৃক নিযুক্ত বর্গাদারদের নাম সেটেলমেন্ট রেকর্ডে নথিবদ্ধ করা নতুন নয়, ১৯৫৫ সালে গত সেটেলমেন্টের রেকর্ডের শুরু থেকে এবং তার আগে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের যুগ থেকে এই কাজ চলে আসছে। সেই আইনসম্মত প্রথাগত পুরনো কাজ যা আগে অত্যন্ত আংশিক ও অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তারই যথার্থ রূপায়ণের প্রতি রাজ্য সরকার এবার সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রেকর্ডভুক্তিতে কৃষিসমাজের একটি মৌলিক শক্তি বর্গাদারদের চাষের নিরাপত্তা ও অধিকার বহুলাংশে সুনিশ্চিত হবে, জমির মালিকদের মালিকানা কোন ভাবেই ক্ষুণ্ণ হবে না, প্রকৃত অর্থে ছোট ও মাঝারি জমির মালিকদের উপকার হবে।

রেকর্ডভুক্ত বর্গাদারদের চাষের জন্য রাষ্ট্রীয় ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিতে আরম্ভ করেছেন। প্রয়োজনমত এই ঋণ গ্রহণ এবং সময়মত পরিশোধ করবার মধ্য দিয়ে বর্গাদারগণ আর্থিক স্বাবলম্বন অর্জন করবেন। কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম মূল স্তম্ভ বর্গ দারদের চাষের নিরাপত্তা এবং আর্থিক স্বাবলম্বন অবশ্যই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করবে এবং সমগ্র দেশ উপকৃত হবে, গ্রামের সামাজিক ও আর্থিক দুর্বল শ্রেণীর প্রতি ন্যায় বিচারের বহুঘোষিত আদর্শ রক্ষা হবে।

এই কাজের সাফল্যের জন্য রাজ্য সরকার সকল শুভশক্তির সাহায্য এবং সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রকৃত বর্গাদারদের নাম ব্যাপকভাবে রেকর্ডভুক্তির কাজে আমাদের সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগকে সফল ক'রে তোলার জন্য গ্রামের সংশ্লিষ্ট সকলকে, বিশেষ ক'রে বর্গাদারদের, সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসবার জন্য আমি আবেদন করি। আমি নিশ্চিত, সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়াসে এই উদ্যোগ সার্থক হবেই।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮ জ্যোতি বসু

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

পশ্চিমবঙ্গ

প্রচার সংখ্যা—৭৫,০০০

বিজ্ঞাপনের হার ঃ

দ্বিতীয় মলাট : ১৫০০ টাকা

চতুর্থ মলাট : ১৫০০ টাকা

তৃতীয় মলাট : ১০০০ টাকা

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৫০০ টাকা

সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা

প্রতি কলম সেন্টিমিটার : ১০ টাকা

(কলমের প্রস্থ—৫·৫ সেঃ মিঃ)

সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞাপনের মাপ—৫ সেঃ মিঃ × ১ কলম

(কলমের প্রস্থ—৫·৫ সেঃ মিঃ)

পত্রিকার সাইজ—২৭ সেঃ মিঃ × ২১ সেঃ মিঃ

মুদ্রণ এলাকা—২২·৫ সেঃ মিঃ × ১৭·৫ সেঃ মিঃ

এছাড়া ইংরাজী পাক্ষিক ওয়েষ্ট বেঙ্গল (প্রচার সংখ্যা ১০,০০০), সাঁওতালী পাক্ষিক পছিমবাংলা (প্রচার সংখ্যা ৩০০০), হিন্দী পাক্ষিক শ্রমিক বার্তা (প্রচার সংখ্যা ৪৫০০), উর্দ্দু পাক্ষিক মগরেবী বঙ্গাল (প্রচার সংখ্যা ২০০০) এবং দার্জিলিং থেকে প্রকাশিত নেপালী সাপ্তাহিক 'পশ্চিম বংগাল' (প্রচার সংখ্যা ৫০০০) পত্রিকাগুলিতেও বিজ্ঞাপন নেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন। বিজ্ঞাপনের মাশুল অগ্রিম প্রদেয়।

যোগাযোগের ঠিকানা—

তথ্য অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

চারতলা, ১নং ব্লক, মহাকরণ

কলিকাতা—৭০০০০১

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত]

প্রকাশ্যে ছিনতাই

সাগরদীঘি, ৭ মারচ—বাদশাহী সড়কে আবার প্রকাশ্যে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে বলে দেরীতে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, ঐই সড়কের জিনদীঘি মোড়ে সম্প্রতি একটি গরুগাড়ীর পথ অবরোধ করে ২/৩ জন ছিনতাইকারী দক্ষিণগ্রামের একটি পরিবারের সর্বস্ব ছিনতাই করে। তার কয়েকদিন পর অনুরূপভাবে একটি ধানের গাড়ী লুঠের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইতিপূর্বে এই সড়কে ছিনতাইকারীদের সংবাদ প্রকাশের পর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তারা রাত্রে জিনদীঘি স্কুলে ঘুমিয়ে থাকে বলে অভিযোগ।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের পক্ষ থেকে আগামী ১৬ই মার্চ শুক্রবার, বেলা ২ টার সময় জেলা শাসকের কাছে সাত দফা দাবীর ভিত্তিতে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হবে। সাংবাদিক সঙ্ঘের প্রত্যেক সভ্যকে ঐদিন ডেপুটেশনে যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

—বিজন ভট্টাচার্য, সম্পাদক

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ

টেণ্ডার নোটিশ

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদে গৃহ নির্মাণের সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। উক্ত টেণ্ডার ইংরাজী ১৭-৩-৭৯ তারিখে বেলা ৩টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে এবং ঐদিন বেলা ৪টার সময় টেণ্ডারগুলি খোলা হইবে। টেণ্ডারদাতাগণ ঐ সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন।

নিম্নস্বাক্ষরকারী সর্বনিম্ন টেণ্ডার বা যে কোন টেণ্ডার কোন কারণ না দর্শাইয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন। যে সমস্ত দ্রব্যগুলি সরবরাহের জন্য টেণ্ডার নোটিশ দেওয়া হইতেছে তাহাদের তালিকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাইবে। টেণ্ডারদাতাগণকে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

সভাধিপতি—
মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ
তাং—৯-৩-৭৯

আরো গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ৭ মারচ—রাধু ঘোষ হত্যা মামলায় পোপাড়ার হাসেন হাজি ও সাগরদীঘি হাটের মানিককুমার ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। এই নিয়ে গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়ালো তিন। তদন্ত চলছে।

মিত্র বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শার্টিং, কোটিং
রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে
পাওয়া যায়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র কুসুম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

শ্রীগুরু হোমিও হল

ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্য যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

বেশার বাস সারভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর

স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

গ্রাহক হোন

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

পশ্চিমবঙ্গ

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা। ষাণ্মাসিক ৫ টাকা। প্রতি সংখ্যার দাম ২০ পয়সা। মনি-অর্ডারে টাকা পাঠানোর ঠিকানা

তথ্য অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩ আর, এন, মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা—১

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত]

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি
১৯৭৯-৮০
নিলামের ইস্তাহার

এতদ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত—(১) রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাট ও এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ী ঘাট আগামী ২২শে মার্চ, ১৯৭৯ সাল বৃহস্পতিবার ও (২) রঘুনাথগঞ্জ খোঁয়াড়, (৩) রঘুনাথগঞ্জ শ্মশান ঘাট ও তৎসংলগ্ন কাঠের দোকান, (৪) ফাঁসিতলা তহবাজার, (৫) রঘুনাথগঞ্জ 'শ্লটার হাউস' (৬) জঙ্গিপুর 'শ্লটার হাউস' আগামী ২৪শে মার্চ ১৯৭৯ সাল শনিবার (দুই দিন ধরিয়া) ১৯৭৯-৮০ সাল এক বৎসরের জন্য (১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত) প্রথম দিনে বেলা ২ ঘটিকায় এবং দ্বিতীয় দিন বেলা ১টায় রঘুনাথগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রকাশ্য নিলামে নিম্ন সর্ত্ত অনুযায়ী কমিশনারগণ কর্ত্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। উপরোক্ত দুইদিনে ডাককার্য্য সম্পন্ন না হইলে পরবর্ত্তী দিনেও ঐ কার্য্য চলিবে।

১। সাধারণতঃ সর্ব্বোচ্চ ডাককারীকে ইজারা দেওয়া হইবে কিন্তু কমিশনারগণ বা ডাককর্ত্তা বিবেচনা করিলে সর্ব্বোচ্চ ডাক বা যে কোন ডাক বিনা কারণ দর্শাইয়া অগ্রাহ্য করিয়া বিনা ডাকে এক সঙ্গে বা পৃথক পৃথকভাবে অপরের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

২। যে ব্যক্তি পূর্ব্ব বৎসরের ইজারার টাকা শোধ করেন নাই বা যথারীতি কবুলিয়ত সম্পাদন ও রেজেষ্ট্রী করেন নাই, কমিশনারগণ তাঁহাকে ডাক করিবার অনুমতি না দিতে অথবা ডাক করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩। যে কেহ ডাকে অংশ গ্রহণ করিলেই ধরিয়া লইতে হইবে যে তিনি ডাকের সর্ত্তাবলী জানিয়া এবং বুঝিয়া তাহাতে সর্ব্বতোভাবে সম্মত হইয়াই ডাক করিতেছেন। পশ্চাতে কোন সর্ত্ত সম্বন্ধে আপত্তি করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে।

৪। ডাককালীন কোনরূপ মতানৈক্য হইলে নিলাম কর্ত্তাগণের রায় চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৫। ডাক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কমিশনারগণের সম্মুখে নিম্নলিখিত দফাওয়ারী ইজারার জন্য টাকা আমানত জমা (Earnest or table money) দিতে হইবে। ডাক চূড়ান্ত হওয়ার পর যথা নিয়মে তাহা ফেরত দেওয়া হইবে।

১। রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাট—৫০০০৲ ৩। ফাঁসিতলা তহবাজার—১০০৲
এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট—৫০০০৲
৪। রঘুনাথগঞ্জ শ্মশান ঘাট—২০০৲
২। রঘুনাথগঞ্জ খোঁয়াড়—১০০৲ ৫। রঘুনাথগঞ্জ 'শ্লটার হাউস'—১০০৲
৬। জঙ্গিপুর 'শ্লটার হাউস'—১০০৲

অন্যান্য সর্ত্তাবলী খোলা অফিসের দিন মিউনিসিপ্যাল অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়
চেয়ারম্যান, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি

হোলিপর্ব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পবিত্র অনুষ্ঠান।

কিন্তু প্রদীপ আলোকের নিম্নে থাকে অন্ধকার। দোলপর্বের প্রকৃত সত্য বিস্মৃত হইয়া উহার অপপ্রয়োগ ক্ষেত্রবিশেষে অনর্থের সৃষ্টি করে। রং আবীর ছাড়িয়া কলের তেল-কালি, আলকাতরা, নোংরা আবর্জনা এবং বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হইতেছে। আর তাহাতে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য আসিতেছে এবং প্রেম-প্রীতির পরিবর্তে বিদ্বেষের মনোভাব আনিয়া দিতেছে। এই রুচিবিকৃতি পরিহার করিয়া দোল-হোলির মহনীয়তা রক্ষা করিতে হইবে।

সেতু নির্মাণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আনিয়েছেন—রাজ্যের অনেক রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা অর্থাভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। তবে তিনি মনে করেন—ষষ্ঠ অর্থ পরিকল্পনার অর্থ বরাদ্দের উপর অনেকগুলি রাস্তা ও সেতু নির্মাণের পরিকল্পনাকে কাজে রূপদান করা সম্ভব হবে। জানা যায় সেচ ও জলপথ বিভাগের নিকট সেতু নির্মাণ বিষয়ে পত্র পাঠানো হয়েছে। বিভাগীয় সম্মতি লাভের পর খসড়া প্রণয়ন করা হবে।

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। জ্যোৎস্নিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

Godrej

"The quality is never an accident,
But it is always the result of
an important efforts."

উক্তিটির সার্থক রূপকার *গোদরেজ*। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

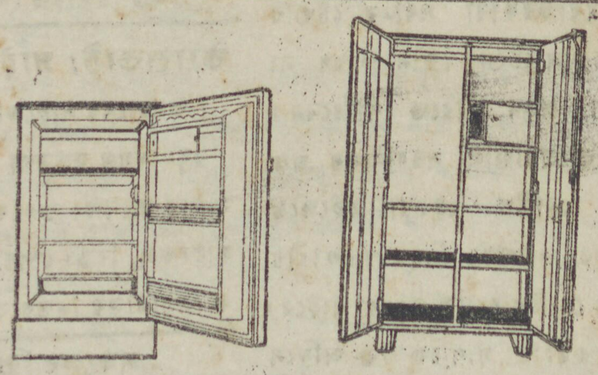

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।